টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২

রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন

৭-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত
(দাদাঠাকুর)

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর : মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫৫শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৯শে চৈত্র বুধবার, ১৩৭৫ ইং 2nd April 1969 | ৪৫শ সংখ্যা

রান্নায় আনন্দ

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ

এই তো খেলার দিন—

ক্রিকেট, ভলিবল, ব্যাডমিন্টন।

উল ও প্রসাধন সামগ্রী ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পরীক্ষা প্রার্থনীয়

কর্মাধ্যক্ষ—খেলা ঘর

রঘুনাথগঞ্জ চাউলপটী, মুর্শিদাবাদ

স্কুল, কলেজ ও পাঠাগারের

মনের মত ভাল বই

সবচেয়ে সুবিধায় কিনুন।

STUDENTS' FAVOURITE

Phone—R.G.G. 44.

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে চৈত্র বুধবার সন ১৩৭৫ সাল।

অর্থ কমিশন ও পশ্চিমবঙ্গ

—০—

রাজ্য সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারীরা অতঃপর কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমহারে মহার্ঘভাতা পাইবেন। বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী বর্দ্ধিত মহার্ঘভাতা পাইবেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। এই বৃদ্ধির দরুণ রাজ্য সরকারের বাৎসরিক অতিরিক্ত ৯ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িবে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী ভাণ্ডারে অর্থের অভাব বলিয়া শুনা যাইতেছে। তাহা ছাড়া সমস্যাসঙ্কুল এই রাজ্যে অর্থের অনটন লাগিয়াই আছে। কেন্দ্রীয় বরাদ্দও রাজ্যের চাহিদার সহিত সমসূত্রী নয়। এ ধারে পঞ্চম অর্থ কমিশন রাজ্যের মন্ত্রিসভার সহিত আলোচনার জন্য কলিকাতা আসিয়াছেন। কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রীমহাবীর ত্যাগী কমিশনের সদস্যগণসহ বৈঠকে বসিতেছেন।

ইতিপূর্বে রাজ্য সরকার ১৯৬৫-'৬৬ এর তৃতীয় পরিকল্পনা খাতের হিসাবপত্র অর্থ কমিশনের নিকট পঞ্চাশ পৃষ্ঠার একটি স্মারক লিপি দাখিল করিয়াছেন। স্মারক লিপিতে বিভিন্ন অত্যাবশ্যক খরচার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করিয়া দেখান হয়। উহাতে ইহাও উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৬৫-'৬৬ হইতে রাজ্যের সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মী এবং মিউনিসিপাল কর্মীদের মহার্ঘ ভাতা কয়েক দফায় বাড়ান হয়। ইহাতে পরিকল্পনার বাহিরে কয়েকটি ক্ষেত্রে যে ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে, তাহা নিতান্ত অপরিহার্য।

আলোচ্য অর্থ-কমিশন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল প্রকার দাবীর বিষয় সরেজমিনে বুঝিয়া দেখিবেন। রাজ্য সরকার স্থির করিয়াছেন যে, চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনার জন্য অর্থ কমিশনের নিকট কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে এই রাজ্যের জন্য পাঁচশত কোটি টাকার অধিক অর্থ বরাদ্দ দাবী করিবেন। প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর অর্থ কমিশন রাজ্যসমূহের রাজস্ব ও পৌনঃপুনিক ব্যয় যাহা পরিকল্পনাভিত্তিক নয়,—ইহাদের মধ্যের বৈষম্যের একটা বিহিত অনুসন্ধান ও হিসাব করেন এবং তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় তহবিল হইতে রাজ্যসমূহকে দেয় অর্থ বরাদ্দের বিষয়ে সুপারিশ করিয়া থাকেন। আগেই বলিয়াছি, এই রাজ্যের সীমাহীন সমস্যা এবং তাহাদের জন্য ব্যয়ের দৈত্য হাঁ করিয়া আছে। কিন্তু উপযুক্ত আহার না পাইয়া রক্তমাংসের শরীর বিনাশের পথে ধাবিত হয়; কিন্তু সমস্যা দৈত্য শুকাইয়া না গিয়া আরও মারাত্মকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ঘোষিত কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের সমহারের মহার্ঘভাতা রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের এবং শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের দিতে মহার্ঘভাতা বাবদ এই রাজ্যের বাৎসরিক ব্যয় ৫০ কোটি টাকার মত হইবে এবং পাঁচ বৎসরে এই ব্যয় ২৫০ কোটির অঙ্কে ঠেকে। চতুর্থ অর্থ কমিশন এই রাজ্যের রাজস্ব ও ব্যয়ের সমতারক্ষার জন্য ৩য় পরিকল্পনায় যে দুইশত কোটি টাকার সংস্থানের কথা ঠিক করেন, আলোচ্য অঙ্কের ব্যয় তাহার মধ্যে পড়ে না বলিয়া মনে হয়। অবশ্য রাজ্য তরফ হইতে জানান হইয়াছে যে, রাজ্যের সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি খাতে খরচের অঙ্ক বাড়িয়াছে, এবং জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধির ফলে রাজ্য সরকারকে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে বেশি টাকা খরচ করিতে হইয়াছে। কাজেই রাজ্য সরকারের রাজস্ব ও ব্যয়ের মধ্যে ব্যবধানের পরিমাণও যথেষ্ট বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থ কমিশনের চলতি বৈঠকে এই দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইবে।

কিন্তু সবই ত করা গেল। 'এহ বাহ্য'। কমিশন যদি শূন্যভাণ্ড তুলিয়া ধরিয়া বৈঠকে বসেন তাহা হইলে পর্বতের মূষিকপ্রসব ছাড়া আর কী কাজ হইবে? কেন্দ্রীয় সরকারের সীমিত সঙ্গতির কথা আমাদের বর্তমান রাজ্যমন্ত্রীগণ বহুভাবে শুনিয়াছেন। সুতরাং চাহিয়া চাহিয়া সফেন মুখ ক্রমশঃ শুষ্ক হইতে বাধ্য। বিভিন্ন রাজ্যের পরিকল্পনাখাতে অর্থ বরাদ্দের বৈষম্য মাঝে মাঝে তিক্ততার সৃষ্টি করে। পশ্চিমবঙ্গ উপেক্ষিত ইহাও শুনা যায়। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রেঙ্গুন সফরের যাত্রাপথে এবং প্রত্যাবর্তনের পথে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সহকারী মুখ্যমন্ত্রীদের সহিত নানা কথাবার্তা বলিয়াছিলেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও সহকারী মুখ্যমন্ত্রীদের নয়াদিল্লী যাওয়ার কথা। উদ্দেশ্য আর্থিক ব্যাপারই মুখ্য বলিয়া অনেকে মনে করেন। তাঁহাদের দিল্লীগমন ফলপ্রসূ হউক, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই কামনা করে।

রাজ্য সরকার ঘোষিত সাম্প্রতিক মহার্ঘভাতা বৃদ্ধি কোথাও কোথাও সমালোচনার বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে। রাজ্যের শূন্য তহবিল অথচ এই ঘোষণা রাজ্যকে আরও সঙ্কটের মুখে ঠেলিয়া দিবে। তাহা ছাড়া অনেকে মনে করেন যে, আরও অনেক স্তরের কর্মচারী আছেন যাঁহারা এই বৃদ্ধির সুবিধা ভোগ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের পক্ষ হইতে মহার্ঘভাতা বৃদ্ধির দাবীর বিষয়ে সরকার নিশ্চয়ই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন। যাহা হউক, পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃত যেসব সমস্যা,—তাহার কথা কেন্দ্রীয় সরকার, অর্থ কমিশন সকলেই স্থিরভাবে বিবেচনা করুন এবং এই গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যটির জন্য যদি অন্যান্য রাজ্যের বরাদ্দ হ্রাস করিতেও হয়, তাহার ব্যবস্থা করিলে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ যে কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও শুভ বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্রের নানারকম ডিজাইনের কার্ড বিক্রয়ের জন্য রাখা হয়েছে। নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

শ্রীঅনুত্তম

পণ্ডিত-প্রেস, রঘুনাথগঞ্জ

এপ্রিল ফুল

ইহার নায়ক বহরমপুর রাধারঘাট 'প্রীতি-প্রেসের' ভূতপূর্ব্ব মুদ্রাকর, 'পরিক্রমা' সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্রের (স্থাপিত ১৯৫১, সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা হইতে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম যাহার পাঠকগোষ্ঠি) ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীউমানাথ সিংহ মহাশয়।

তিনি বর্ত্তমানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের মুর্শিদাবাদের তথ্য-আধিকারিক। তিনি (**U. N.** Sinha) ৩১শে মার্চ্চ '৬৯ তারিখে **No. 120(2) Inf./M** পত্রে উল্লেখ করেন যে ১লা এপ্রিল '৬৯ মঙ্গলবার বেলা ২-৩০ ঘটিকায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্র বিভাগের পর্য্যটন শাখার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় বহরমপুর সার্কিট হাউসে প্রেস-কনফারেন্স করবেন। ১লা এপ্রিল '৬৯ বেলা ১ ঘটিকায় পত্রখানি আমার হস্তগত হয়। ইহা 'এপ্রিল ফুল' মনে করা স্বাভাবিক। ঐ সময় রঘুনাথগঞ্জ হ'তে বহরমপুর অভিমুখে যাওয়ার কোন ট্রেণ না থাকায় আমি উক্ত সভায় যোগদান করতে পারেনি। উপরোক্ত বিষয়ের প্রতি আমি পর্য্যটন বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের, তথ্য ও সংযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী শ্রীজ্যোতির্ভূষণ ভট্টাচার্য্য মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত
সম্পাদক "জঙ্গিপুর সংবাদ"

জঙ্গিপুর কেন্দ্রে শান্তিপূর্ণভাবে স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা গ্রহণ

১৯৬৯ সালের স্কুল ফাইনাল ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা জঙ্গিপুর উচ্চতর মাধ্যমিক সর্ব্বার্থসাধক বিদ্যালয় ভবনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হ'য়েছে।

স্কুল ফাইনাল রেগুলার ২৫৬ জন, প্রাইভেট ২৯৯ জন পরীক্ষা দিয়েছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৭৪ জন মহিলা পরীক্ষার্থিনীসহ ৭৫১ জন এই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিয়েছে।

কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত অফিসার রঘুনাথগঞ্জ ২নং সংস্থার উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীমনোরঞ্জন দে মহাশয়ের পরিচালনায় পরীক্ষা কেন্দ্র কমিটির প্রবীণ সদস্যগণ পরীক্ষা গ্রহণ যাতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তৎপ্রতি বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন। অসদুপায় গ্রহণের জন্য ৩১শে মার্চ্চ '৬৯ পর্য্যন্ত ১৯ জন পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়।

এক বছরের নাটক ও নাট্য আন্দোলন

—শ্রীপশুপতি চট্টোপাধ্যায়

১৯৬৮ সালে মুর্শিদাবাদ জেলা একাংক নাট্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবার পর একটি বছর শেষ হ'ল। এই এক বছরে নাট্য আন্দোলনের প্রসার বা অগ্রগতি একেবারেই যে দেখা যায়নি কিংবা জনসাধারণ এই আন্দোলনের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হননি একথা বলা চলে না। তার কারণ যে কোন নাট্য-সংস্থার অভিনয়ে এখন দর্শকের অভাব হয় না। তবে অপেশাদার নাট্য-সংস্থাগুলি এই এক বছরের মধ্যে পূর্ণাংঙ্গ নাটকের চেয়ে একাংক কি দুই অংক নাটকের দিকে বেশী মনযোগ দিয়েছিলেন। ছোট নাটক করার সুবিধে অনেক, শিল্পী কম লাগে খরচ ও সময়ের সাশ্রয় হয়। সুতরাং নানাদিক চিন্তা করে তাঁরা ছোট নাটক মঞ্চস্থ করতে প্রয়াসী হন। এর ব্যতিক্রম দেখা গেল কয়েকটি অপেশাদার সংস্থার অভিনয়ে। সরকারী শাসকবৃন্দের ধৃতরাষ্ট্র মহিলাশিল্পীদের বিসর্জন ও নূরজাহান ও মহকুমা-শাসক অফিসের কর্মীবৃন্দের সাজাহান ও কেদার রায়। এ ছাড়া নাট্য প্রতিযোগিতা ও নাট্য উৎসবের মাধ্যমে মঞ্চ ও নাটক সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ত আছেই। এ বৎসর মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলা একাংক নাট্য প্রতিযোগিতা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হ'তে চলেছে। এই সব দেখে শুনে মনে হয় যে নাট্য আন্দোলনে প্রাণ-প্রাচুর্য্য সত্বেও অভিনয়ের উৎকর্ষতা তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি।

এই এক বছরের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য নাটকের কথা ধরা যাক। আজিমগঞ্জ রেলওয়ে ইনষ্টিটিউটের "মুচি" প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। এঁদের মঞ্চ সজ্জা ও অভিনয় সত্যই প্রশংসনীয়। অনামীর "শেষ থেকে সুরু" ও "ব্যাণ্ড মাষ্টার" সার্থক সৃষ্টি। মিলনীর "বায়েন" ও "সোনপুর থেকে সোমপুরা"র নাম করা যেতে পারে। এ বছরের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মহকুমা-শাসক কর্মীবৃন্দের পুরোণো ক্লাসিক নাটকের প্রতি প্রবণতা তাঁদের "সাজাহান" ও "কেদার রায়" নাটক দুটির অভিনয় মনে রাখার মত। এঁদের আলোক নিয়ন্ত্রণ; মঞ্চসজ্জা ও দৃশ্য-পট নির্দেশনা অভিনয়ের সুষ্ঠু পরিবেশনের সহায়ক হয়েছিল। সরকারী শাসকবৃন্দের "ধৃতরাষ্ট্র" ও মহিলা শিল্পীদের নূরজাহান ও বিসর্জ্জন দুর্বল দলগত অভিনয়ের ব্যর্থতার জন্য জমে ওঠেনি।

নাট্য আন্দোলন আজ দেশের সর্বপ্রধান সাংস্কৃতিক আন্দোলন হয়ে উঠেছে। তাকে বাঁচিয়ে রাখার ও চালিয়ে নেবার দায়িত্ব যে প্রত্যেক লোকের আজ তা উপলব্ধি করবার সময় এসেছে।

প্রেমেতে মজিলে মন

(পুরস্কৃত সরস ব্যঙ্গ কবিতা)

॥ সু—মো—দে ॥

জ্যাকেলিন শর্মিলার প্রেম ওয়েসিস
নায়ক পতৌদি আর প্রৌঢ় ওনাসিস্।
মার্কিনী অ্যাপেলো যবে চন্দ্রে পঁহুছিল
পতৌদি তখন ঠিক 'ক্যাচ'টি ধরিল।
'ওভার বাউণ্ডারি'ই না হ'লেই ভালো
আয়েসা বেগম বিবি নটী জমকালো।
পতৌদিও খেলোয়াড় পুরুষ পরম
শর্মিলা ঠাকুর থুড়ি আয়েসা বেগম।
বৃটেনেও রাজ্য ত্যাগ প্রেমে নাই খাদ
শর্মিলাও ধর্ম্ম ছাড়ে প্রেম জিন্দাবাদ।
ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারত মহান্
শর্মিলা পতৌদি দোঁহে মহব্বৎ জান।
পতৌদি হারেম-কুঞ্জে বেগমের ভীড়
'হিন্দু কোড্ বিল' কাঁদে, হাসে সত্যপীর।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২১শে এপ্রিল, ১৯৬৯

১৯৬৭ সালের ডিক্রীজারী

৩৪ অন্য ডিঃ ভবানীপ্রসাদ চৌধুরী দেং মধুসূদন রায় দাবি ৭৭-০৬ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে জামুয়ার ৫-৮৪ শতকের কাত ২৯।/০ তন্মধ্যে ২০ শতকের কাত ৮৶২ পাই আঃ ১০০৲ খং নং ৫৩২ রায়ত স্থিতিবান স্বত্ব

খোকার জন্মের পর..

আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে প'ড়ল। একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখলাম সারা বালিশ ভর্তি চুল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার বাবুকে ডাকলাম। ডাক্তার বাবু আশ্বাস দিয়ে বল্লেন—"শারীরিক দুর্বলতার জন্য চুল ওঠে।" কিছুদিনের যত্নে যখন সেরে উঠলাম, দেখলাম চুল ওঠা বন্ধ হয়েছে। দিদিমা বল্লেন—"ঘাবড়াসনা, চুলের যত্ন নে,

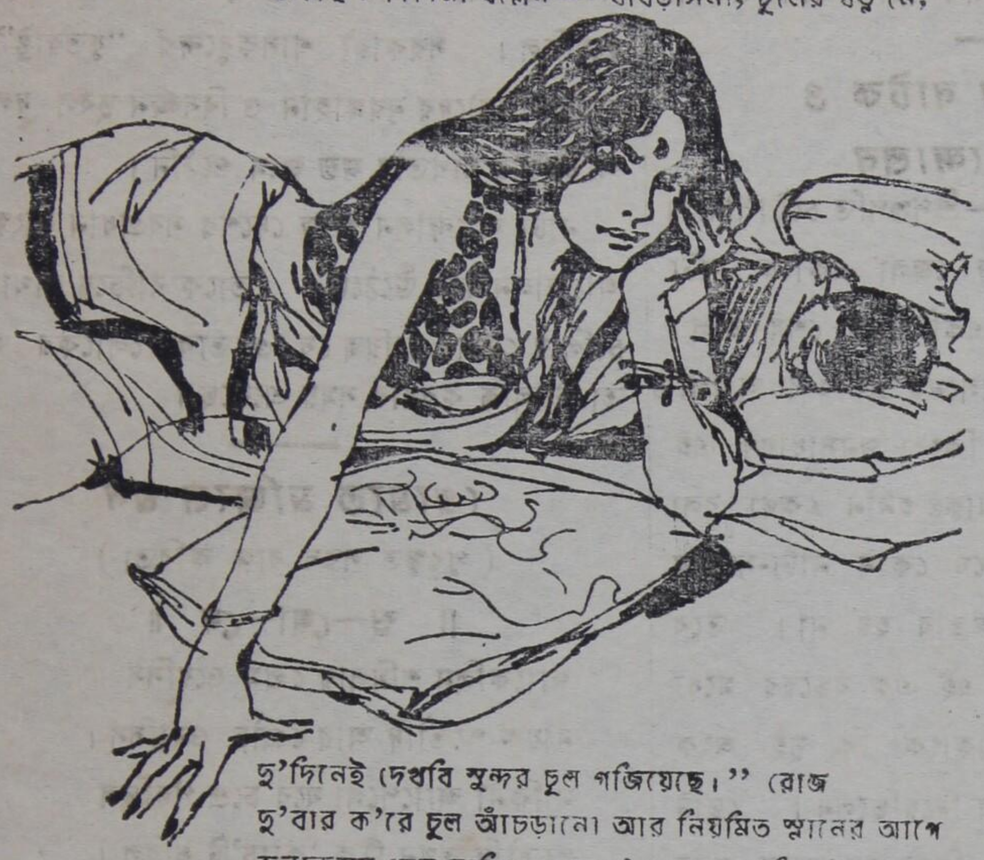

দু'দিনেই দেখবি সুন্দর চুল গজিয়েছে।" রোজ দু'বার ক'রে চুল আঁচড়ানো আর নিয়মিত স্নানের আগে জবাকুসুম তেল মালিশ সুরু ক'রলাম। দু'দিনেই আমার চুলের সৌন্দর্য ফিরে এল'।

জবাকুসুম কেশ তৈল

সি. কে. সেন এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
জবাকুসুম হাউস ০ কলিকাতা-১২

KALPANA.J.K-84.B

শীতে ব্যবহারোপযোগী
মৃতসঞ্জীবনী সুধা, মহাদ্রাক্ষারিষ্ট চ্যবনপ্রাশ
ঢাকা আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত
যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।
এজেন্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ কুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়
রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়
আর্ট ইউনিয়ন
সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:
সেলস অফিস ও গোডাউন
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

দাঁত তোলানোর ও বাঁধানোর
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ডেণ্টাল ক্লিনিক
ডাক্তার শ্রীদীনেশকুমার প্রামাণিক, ডেণ্টাল সার্জেন
পোঃ জিয়াগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

আয়ুর্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবনের
পামারি
চুলকুনি ও সর্বপ্রকার চর্মরোগের অব্যর্থ মহৌষধ
কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

জঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৪'০০ চারি টাকা, শহরে ৩'০০ তিন টাকা, প্রতি সংখ্যা দশ পয়সা।

বিজ্ঞাপনের হার:—প্রতিবার প্রতি লাইন ৭৫ পয়সা। প্রতিবার প্রতি সেন্টিমিটার ১'২৫ এক টাকা পঁচিশ পয়সা, পূর্ণ পৃষ্ঠা ৬০'০০ ষাট টাকা, অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ৩২'০০ বত্রিশ টাকা, সিকি পৃষ্ঠা ১৮'০০ আঠার টাকা। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)